

# তিতাস একটি নদীর নাম

অদ্বৈত মল্লবর্মণ



দে'জ পাবলিশিং

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

e-mail : [deyspublishing@hotmail.com](mailto:deyspublishing@hotmail.com)

[www.deyspublishing.com](http://www.deyspublishing.com)

## উপন্যাস প্রসঙ্গে

একটি মাত্র উপন্যাস ঔপন্যাসিককে দীর্ঘদিন সাহিত্যপাঠকের কাছে উজ্জীবিত রেখেছে, পৃথিবীর কোনো ভাষার সাহিত্যেই এর দৃষ্টান্ত খুব বেশি নয়। বাংলা সাহিত্যে এর সর্বোত্তম উদাহরণ হতে পারে দুটি— অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এবং প্রেমাকুর আতর্ষীর ‘মহাস্থবির জাতক’। আরও একটি উপন্যাসের নাম এর সঙ্গে সংযোজিত হতে পারে, ‘রমলা’, ঔপন্যাসিক মণীন্দ্রলাল বসু। এ কথার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে এঁরা আর কিছুই লেখেননি, যদিও সে লেখার সংখ্যা মোটেই খুব বেশি নয়। মণীন্দ্রলাল আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন, প্রেমাকুর আতর্ষীর লেখা ছোটগল্পের সংখ্যাও কম নয়, এবং অবশ্যই অদ্বৈত মল্লবর্মণ ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছাড়াও কিছু লেখা লিখেছেন যদিও সংখ্যাটা অল্পই বলতে হবে—মৌলিক উপন্যাস লিখেছেন দুটি, ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘রাঙামাটি’ এবং ‘সোনার তরী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘শাদা হাওয়া’। আরভিং স্টোনের বিখ্যাত উপন্যাস লাস্ট ফর লাইফ-এর অনুবাদ করেছেন ‘জীবনতৃষা’ নামে, গল্পগ্রন্থ আছে একটিই, ‘দল বেঁধে’, ‘এ ছাড়া দু-একটি অগ্রস্থিত গল্প আছে। তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা অবশ্য অনেক।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ অবশ্যই একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস। নিটোল কাহিনি-প্রিয় পাঠকের চোখে যেমন এটি অস্বস্তিকর মনে হতে পারে, তেমনই অস্বস্তিকর মনে হতে পারে সমালোচকের কাছেও, সাহিত্য বিচারের সনাতন ধারায় এটিকে আলোচনা করতে গেলে। বস্তুত বাংলা উপন্যাসের দুজন খ্যাতিমান সমালোচক এই উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে এর প্রতি খুব সুবিচার করতে পারেননি। ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থের সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ‘উপন্যাসটির গঠন নির্দোষ নহে।...উহার ঘটনা পরিণতিও নানা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু এক ভাবসূত্রগ্ৰথিত আখ্যানের যোগফল, কোন বিশেষ চরিত্রের অনিবার্য ক্রমবিকাশাভিমুখী নহে।’

‘ব্যক্তিচরিত্রের অনিবার্য ক্রমবিকাশ’কে বর্জন করলেও তা একটি

সম্প্রদায়ের অনুগৃহ্য 'জীবনচিত্র' হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন এটি তা-ও হয়ে উঠতে পারেনি। 'বাংলা উপন্যাসের কালাস্তর' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—'ব্যক্তির বিকাশের সূত্রকে লক্ষ্যন করেও তিতাস একটি নদীর মালোদের কাহিনি ডকুমেন্টারি আলেখ্যে রূপান্তরিত হয়নি। বরঞ্চ যা হয়েছে—বইখানি যেন নদীর পাঁচালি হয়ে উঠেছে।'

উপন্যাসের গঠনবিষয়ে সমালোচক যখন মন্তব্য করেছেন তখন 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের বিচিত্র গঠন সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি আলোচনা আমাদের করতেই হবে, কারণ, বিষয় ও উপস্থাপনার মতো এর গঠনও ব্যতিক্রমী, সুতরাং তার সঠিক প্রকৃতি না জানলে উপন্যাসের প্রতি সুবিচার করা হবে না।

'ডকুমেন্টারি আলেখ্য' কিংবা 'নদীর পাঁচালি' বলতে নিশ্চয়ই এর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে—যেটা অবশ্য এই উপন্যাস ঠিকঠাক করে উঠতে পারেনি বলে মন্তব্য করা হয়েছে—কাজেই সেই আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গও স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হতে পারে। আলোচিত হতে পারে আর একটি প্রসঙ্গও, যেটা আমাদের কাছে অনিবার্য বলেই মনে হয়, সেটা হল নদীকে ভিত্তি করে এমনকী মাছমারাদের জীবনবৃত্তেও বাংলা, ভারতীয় ও কিছু ইংরেজি উপন্যাস গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে যারা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা মাছমারাদের জীবনচিত্র তুলে ধরেছে তাদের সঙ্গে এই উপন্যাসের একটি তুলনা প্রয়োজন যাতে 'নদীর পাঁচালি' কথাটি সর্থেও ব্যবহার করা যায় কি না, আমরা বুঝে নিতে পারি। তবে উপন্যাসের সত্যিকারের আলোচনা হতে পারে এর অন্তঃপ্রকৃতি বিষয়ে একটি অন্তরঙ্গ বিচারে প্রবৃত্ত হলে, সেটিও আমাদের অবশ্যকর্তব্য। সবচেয়ে আগে কিন্তু উপন্যাসের বিষয় ও গঠন সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় আবশ্যিক, নইলে আমাদের যাবতীয় আলোচনাই অস্পষ্ট বলে মনে হবে।

## দুই

ছোট উপন্যাস, কিন্তু চারটি ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ভাগে আবার দুটি করে অধ্যায়—অর্থাৎ মোট আটটি অধ্যায়ে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ। চরিত্রও প্রচুর, ভাল করে লক্ষ না করলে প্রত্যেকের কথা মনে রাখা শক্ত। প্রথম খণ্ডের দুটি অধ্যায়ের নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং 'প্রবাসখণ্ড', দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'নয়া বসন্ত' এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ', তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'রামধনু' ও

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'রাঙা নাও' চতুর্থ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের নাম দুরঙা প্রজাপতি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'ভাসমান'।

'তিতাস একটি নদীর নাম' অধ্যায়ে তিতাস নদীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তুলনায় এসেছে তেরো মাইল দূরে বিজয় নদীর কথা। তিতাস অভিজাত নদী নয়, কিন্তু নদীর ওপর নির্ভর করে সারা বছর মানুষের জীবন চলে। বিজয় গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায়, তখন তার অধিবাসীরা অন্য কাজের খোঁজে যায়। তিতাসের পারে ছোট ছোট গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে কিছু চরিত্র এসে যায়—মুসলমান ঘরের বউ বাপের বাড়ি এসেছে। জোবেদ আলীর ছেলে আর তার দুজন জনমুনিস বন্দে আলী আর করমালী অল্প কথোপকথনেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিজয়ের ধারে উত্তরের ভিটেতে নিত্যানন্দ আর পশ্চিমের ভিটেতে গৌরাস্বরের পরিচয় আমরা পাই—খরার সময় তারা নয়ানপুরের বোখাই মালোর দিঘিতে মাছের চাষে হাত লাগায়।

'প্রবাস খণ্ড' একটু যেন কাহিনির শুরু পাই। গ্রামের দক্ষিণপাড়াটা মালোপাড়া, মাঘ মাসের কুমারী উৎসব মাঘমণ্ডলের ব্রত সেখানকার বড়ো উৎসব। সব ঘরের ছেলেরাই ঘোড়া, পাখি এইসব ঐকে চৌয়ারি তৈরি করে জলে ভাসিয়ে দেয়। দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তীর ভাই নেই বলে কিশোর ও সুবলই তা তৈরি করে। জলে চৌয়ারির দখল পায় সুবল। এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হলেও উপন্যাসে এর তাৎপর্য আছে।

হঠাৎ তিতাসের জলে মাছ কমে গিয়েছে বলে কিশোর ও সুবল উত্তরে যায়, প্রবাসে—প্রবীণ জেলে তিলকচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে। অনেক জায়গা ঘুরে আসে তারা শুকদেবপুর গ্রামে। হোলির উৎসবে একটি মেয়ের সঙ্গে কিশোর প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। হঠাৎই বাসুদেবপুর গ্রামের সঙ্গে এ গ্রামের মারামারিতে মেয়েটি মুর্ছিত হয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করার পর তার সঙ্গেই 'মালাবদল' হয় কিশোরের, দেশে ফিরে, আনুষ্ঠানিক বিয়ে হবে। কিশোর সুবলকে বলে তার জন্য থাকল বাসন্তী। কিন্তু ফেরার পথে চরম বিপর্যয় ঘটে—নতুন বউকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একটি জলে ভাসা মেয়ের মৃতদেহ।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছে চার বছর পরে, কাহিনি একটু জমাট বেঁধেছে। বিজয়ের তীরের নিত্যানন্দ আর গৌরাস্ব একটি নৌকায় নিয়ে আসছে শিশু অনন্ত আর তার মাকে তিতাসের পারে মালোপাড়ায়। চারবছর আগে ডাকাতের আক্রমণে এই বউ নদীতে লাফিয়ে পড়ে বাঁচে, ছেলে তখন পেটে। বাবা মেয়েকে বৈধব্যের সাজ পরায় ডাকাতের হাতে স্বামী মারা গেছে মনে করে। সেই থেকে এই



ছেলেদুটির আশ্রয়েই আছে অনন্তর মা। তারা যখন মালোপাড়ায় আসে তখন দেখা যায় একটি পাগলকে তার মা ঘাটে স্নান করাচ্ছে। আসলে সেই কিশোর, কিন্তু তাকে দেখে চেনার ক্ষমতা অনন্তর মায়ের নেই। সুবল মারা গেছে—বাসন্তী এখন বিধবা। বাসন্তীর সাহায্যেই এই পাড়ায় অনন্তর মা সূতো কাটার কাজ পায়, কিন্তু কোনো পরিচয়ই তার প্রকাশ পায় না। এখানে আরও দুটো একটা চরিত্র আসে—মাতব্বর রামপ্রসাদ এবং মহারক্ষা, সেইসঙ্গে পাই রামকেশবের কথা যার ভাগুনি জামাই রামপ্রসাদ।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে গল্প আরও এগিয়েছে। রামকেশবের ছেলেই পাগল কিশোর। মালোপাড়ার সম্পন্ন ঘর কালোবরণের, তার মেজ ছেলের বউয়ের সন্তান হল বলে উৎসব—বাসন্তীর উৎসাহে অনন্তর মাও সেখানে এসেছে। পুরনো অনেক প্রসঙ্গ জানতে পেরে অনন্তর মায়ের মনে হয় পাগল কিশোরই তার স্বামী। তাই দোলের দিন সে তাকে আবার মাথিয়ে দেয়, ফল কিন্তু ভাল হয় না, পরের দোলে কিশোর অনন্তর মাকে চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরল, লোকে বুঝতে না পেরে পিটিয়ে মেরে ফেলল তাকে। অনন্তর মাও মারা গেল চার দিন পর।

তৃতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায়ে দেখি অনাথ শিশু অনন্তর ভার নিয়েছে বাসন্তী, কিন্তু এ জন্য বাড়িতে ও অভাবের সংসারে নিত্য গঞ্জনা, অন্যেরা অনন্তকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করে। অনন্তের প্রকৃতি একেবারে স্বতন্ত্র, সে কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক। বনমালী জেলে এই বাচ্চাটিকে বড়ো ভালবাসে। বাসন্তীর উপর রাগ করে অনন্ত একদিন পালায়। বনমালীর কাছেই যায় সে, কিন্তু বাসন্তী জানতে পারে না। বনমালীর বোন উদয়তারাও খুব ভালবাসে অনন্তকে, ভালবাসে আরও দুই বোন আসমানতারা এবং নয়নতারাও। বৈষ্ণব বাবাদের খুব পছন্দ হয় অনন্তকে, তাকে ওরা লেখাপড়া শেখাতে চায়, সেটা পছন্দ নয় উদয়তারার। একটি বাচ্চা মেয়েকেও ভাল লাগে অনন্তর।

দ্বিতীয় পর্বে মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পর্কহীন অনেক ঘটনা মূল ঘটনাস্রোতকে প্রায় ভুলিয়ে দেয়। এখানে এসেছে সম্পন্ন মুসলমান পরিবারের কর্তা কাদির, ছেলে ছাদির, পুত্রবধূ খুশি, নাতি রমুর কথা। কিন্তু বিরাট এক রাজা নাও গড়বার কাহিনিতে সবাই এক হয়। এই নাও যখন নদীতে ভাসে, বনমালীর নৌকা থেকে তা দেখে অনন্ত, উদয়তারা আর সেই বাচ্চা মেয়ে অনন্তবালা। এখানে বাসন্তী ওদের দেখে ফেলে, সে উদয়তারার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনন্তকে নিয়ে দুই নিঃসন্তান নারীর হিংস্র প্রতিযোগিতা চলে।

চতুর্থ খণ্ডে কাহিনি গুটিয়ে এসেছে। প্রথম পর্বে বাসন্তী নিজের পরাজয়ে বিপর্যস্ত। ওদিকে ছাদিবের নৌকা ভেঙে গেছে। অনন্ত পড়াশুনা শুরু করেছে অনন্তবালার সঙ্গেই। কিন্তু মালোপাড়ার সংস্কৃতি ভেঙে সেখানে যাত্রাগান আর সখী নাচের জোয়ার এসেছে। দ্বিতীয় পর্বে এই ভাঙন আরও স্পষ্ট। তিতাস শুকিয়ে গিয়ে চর জেগেছে। ফলে চাষী আর জমির মালিকের কাছে পান্তা পেল না জেলেনেই। অনন্ত বি. এ পাশ করেছে। গ্রামের প্রতি তার সে টান নেই, অন্তবালাকে ভুলে গেছে। বাসন্তীরা এখন ভিক্ষার ওপর বাঁচে। ভাতের মালসা হাতে বাবুদের সামনে এসেছিল বাসন্তী, অনন্তের হাত থেকে ভাত নিতে হবে ভেবে ভয়ে সে চলে আসে। উপন্যাসের কাহিনির এখানেই শেষ।

## তিন

উপন্যাসের কাহিনিভাগ সংক্ষেপে বলে নেওয়ার উদ্দেশ্য, সাধারণ উপন্যাসের চেয়ে এর প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য বোঝানো। একেবারে নিটোল গল্প বলে যাওয়া নয়—অনেক সময়, এসে গেছে অন্য গল্প এবং অন্যান্য এমন অনেক চরিত্র যাদের বাদ দিলে হয়তো নিখাদ গল্পপ্রিয় পাঠকের তেমন কোনো ক্ষতিই হত না। শুধু এইটুকুই নয়, মাঝে মাঝেই এমন অনেক মেয়েলি উৎসব, আঞ্চলিক উৎসবের কথা এসেছে, যা উপন্যাসে কেবল সেই অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের যাপনচিত্রই পরিস্ফুট করেছে। এ ধরনের উপন্যাসকে কি আমরা অন্য কোনো শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারি।

পারি কি না সে কথা বিচার করতে গেলে W. A. Worsfold-এর The Judgement in Literature গ্রন্থটির কথা স্মরণ করতে হবে যা রচিত হয়েছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের এই উপন্যাস ছাপা হবার অনেক আগে। উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে নভেল বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় এবং Story teller জাতীয় উপন্যাস ছাড়াও উপন্যাসের তৃতীয় একটি বিভাগ করা হয়েছে যার প্রকৃতির সঙ্গে তিতাসের অনেকটাই মিলে যায়। তিনি বলেছেন—“In addition to those there is a third class of novels which possesses characteristics sufficiently well marked to be distinguished. It is the novel of 'local colour', In it the author used a thin thread of plot to connect what are practically a series of descriptions in which the natural scenery of a given locality, or the salient features of a particular community, are faithfully drawn.”